দৈনিক খবর

তারিখ 05 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

একান্ত আলাপচারিতায় ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীই ছিল এক লাখ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ওবায়েদুল হক বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের খবরদারী, বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা জেলা ও থানা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-পরিদর্শকদের সতর্কতামূলক পদক্ষেপের ফলে ঢাকা-বোর্ডের ('৯৩-এর) এবারের এসএসসি পরীক্ষায় তেমন একটা নকল করার সুযোগ ছিল না। এবার ২ লাখ ২০ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখই ছিল প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। অন্যান্য বারের মতো নকলের সুবিধার আশায় সম্ভবতঃ অনেক পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, এবারে নকল করতে ব্যর্থ হওয়ায় আগামীতে এই হার আশাতীতভাবে কমে যাবে। তবে এবারের মতো আগামীতেও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছ থেকে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহযোগিতা কামনা করে চেয়ারম্যান বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সব কেন্দ্রে নকল প্রবণতা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বোর্ডের সার্বক্ষণিক দৃষ্টি ও কঠোর মনোভাব অব্যাহত থাকবে। এবং কেন্দ্রগুলোতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হবে। সদ্য সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে ঢাকা-বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ওবায়েদুল হক এই প্রতিনিধির সাথে গতকাল আলাপ করছিলেন। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে দু' একটি জাতীয় দৈনিক যে খবর ছাপিয়েছে তা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। এ বছর কোথাও কোন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। ভবিষ্যতেও প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস না হয় সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি নিশ্চয়তা দেন। কারণ, প্রশ্নপত্র তৈরী, ছাপা ও সংরক্ষণ বিতরণ ক্ষেত্রে যে সব নিরাপত্তামূলক পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান আরও বলেন, আসলে সাধারণ গণিত পরীক্ষার দিন 'খ' সেট প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে, এটাই সিডিউল ছিল। কিন্তু এতে অনেকেই বুঝে নিয়েছে-'ক' এর পরিবর্তে যেহেতু 'খ' সেট সেহেতু একটা কিছু ঘটে থাকবে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় এখান থেকেই পরবর্তীতে অনেকের ধারণা জন্মাতে পারে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। প্রফেসর হক দাবী করেন যে, ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার তথ্য পাওয়া যায়নি। এই বোর্ডের অধীনে এবার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল ১শ' ৩৭টি। এর মধ্যে ৬টি ছিল বিদেশের বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর অধীনে। এ ছাড়া উপকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯টি। এ বছর আমরা স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবক মহলের কাছ থেকে আশাতীত সহযোগিতা পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে পরীক্ষায় দুর্নীতি দমন সহজসাধ্য হবে। এভাবে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব। অতঃপর তিনি বিনীত ও কৃতজ্ঞচিত্তে বলেন-বিশেষভাবে আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, এবারের এসএসসি পরীক্ষা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের সফলতায় শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এবং আমাদের বোর্ডের গঠিত শক্তিশালী তদন্ত টীম যে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তা অতুলনীয়। অর্থাৎ এক বাক্যে বলা যায়, সামাজিক বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমাদের মন-মানসিকতার দ্রুততর পরিবর্তন ঘটছে তার দৃষ্টান্ত '৯৩-এর অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা। আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রফেসর ওবায়েদুল হক আরও প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আমার বিশ্বাস আসন্নপ্রায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও সুন্দর ও শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে আমি সকল মহলের কাছে এটাই প্রত্যাশা করছি। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রশাসনের বর্তমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে চেয়ারম্যান প্রফেসর ওবায়েদুল হকের অবদান প্রসংসা। বলা যায়, শিক্ষা বিভাগে তাঁর মতো যোগ্য, একনিষ্ঠ, সৎ ও সুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আরও অধিক সংখ্যক যুক্ত হলে এই দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অতি দ্রুত